# ইউনিট–১০

## মন্ডলীর গঠন

**ভূমিকা**

*মন্ডলী আদি যুগে কিভাবে গঠিত হয়েছিল, তা-ই এই ইউনিটে বর্ণিত হয়েছে। প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের পর প্রেরিতশিষ্যেরা ভয়ে একটি ঘরে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। পবিত্র আত্মা বাতাসের শব্দে অগ্নি জিহ্বার আকারে সেই শিষ্যদের উপরে নেমে আসেন। শিষ্যগণ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে সাহস ফিরে পেয়ে যীশুর বিষয় প্রচার করতে শুরু করেন। প্রেরিতশিষ্যদের কথা শুনে, যারা যীশুতে বিশ্বাস করল তাদের নিয়েই আদি খ্রীষ্ট-মন্ডলী গঠিত হয়। তখন মন্ডলীর সদস্যগণ একত্রে বসবাস করতো, একত্রে প্রার্থনা করতো, সব কিছু সবার মধ্যে ভাগ করে নিত। তাদের জীবনযাত্রায় মুগ্ধ হয়ে অনেকে বিশ্বাসী হয়ে উঠল এবং মন্ডলীতে যোগ দিল। এভাবে খ্রীষ্টমন্ডলী দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।*

## পাঠ–১: পবিত্র আত্মার অবতরণ
## (প্রেরিত ২:১-১৬)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠশেষে আপনি

- পঞ্চাশত্তমীর দিনে যা যা ঘটেছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পবিত্র আত্মা কিভাবে প্রেরিতশিষ্যদের ওপর নেমে এসেছিলেন তা বলতে পারবেন।
- পবিত্র আত্মাকে লাভ করার ফল কী ছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

**১০.১.১**

পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এসে গেল। শিষ্যেরা এক জায়গায় সমবেত আছেন। এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে শোনা গেল প্রচন্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো একটা শব্দ। যে বাড়িতে তাঁরা বসেছিলেন, সেই বাড়িটি সেই শব্দে ভরে উঠল। তারপর তাঁরা দেখতে পেলেন, অগ্নি-জিহ্বার মতো দেখতে কী যেন ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকের ওপর নেমে এসে অধিষ্ঠিত হলো। তাঁদের সকলেরই সারা অন্তর জুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। তাঁরা নানা বিদেশী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন – পবিত্র আত্মা যাঁকে যেমন বাক-শক্তি তখন দিচ্ছিলেন, সেই মতোই।

**১০.১.২**

আকাশতলের প্রতিটি দেশের বহু ভক্ত যিহুদী তখন তো জেরুজালেমে বাস করত। সেই শব্দ উঠতেই সেখানে ভীড় জমে গেল। তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাষায় শিষ্যদের কথা বলতে শুনে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে, বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল: "ওই যে, যাঁরা কথা বলছে, ওরা সকলে কি গালিলেয়ার লোক নয়? তাহলে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মাতৃভাষায় ওদের যে কথা বলতে শুনছি, এটা কী করে সম্ভব হলো? আমাদের মধ্যে পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের লোক আছে; আছে মেসোপটেমিয়া, যুদেয়া আর কাপ্পাদোসিয়ার অধিবাসী এবং পন্তাস ও এশিয়া, ফ্রিজিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর এবং লিবিয়ার সাইরিনি অঞ্চলের লোক। তাছাড়া রোমের যে সব লোক এখানে এসে কিছুদিন ধরে রয়েছে – যিহুদী ও যিহুদীধর্মাবলম্বী দুই-ই, তারাও আছে এবং ক্রীট দ্বীপ ও আরব দেশের লোকেরাও আছে। অথচ আমরা সকলেই শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজের নিজের ভাষায় পরমেশ্বরের মহান কর্মকীর্তি ঘোষণা করছে।"

**১০.১.৩**

তারা সকলেই তখন স্তম্ভিত। কী যে ঘটেছে, তা বুঝতে না পেরে, তারা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "এই ব্যাপারটার মানে কী?" কেউ কেউ আবার বিদ্রুপ করে বলতে লাগল, "মিঠে মদ খেয়ে, ওরা দেখছি নেশায় ভরপুর!"

**১০.১.৪**

কিন্তু পিতর তখন এগারো জন প্রেরিতদূতের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে বলে উঠলেন, "শোন, যুদেয়ার মানুষেরা, আর শোন তোমরাও সকলে, যারা এই জেরুজালেমে বাস করে থাক! এই ব্যাপারটা তোমাদের বোঝা চাই – আমার কথা তোমরা মন দিয়ে শোন। তোমরা এদের সম্বন্ধে যা ভাবছ, তা কিন্তু সত্যি নয়। এখন তো সবে সকাল ন'টা। আসলে সেই ঘটনাই আজ ঘটল, যার কথা প্রবক্তা যোয়েল আগেই জানিয়েছিলেন।

**সার-সংক্ষেপ**

পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে প্রেরিতশিষ্যেরা জেরুজালেমের একটি জায়গায় এক সঙ্গে ছিলেন। হঠাৎ বাতাসের শব্দে তাঁদের বাড়িটি ভরে উঠল। পবিত্র আত্মা অগ্নি-জিহ্বার আকারে প্রত্যেকের উপর অধিষ্ঠান করলেন। তাঁরা অন্তরে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করলেন। বহু লোক ওখানে এসে জড়ো হল। তখন শিষ্যদের মনে ভয় বলে আর কিছুই ছিল না। তাঁরা প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে খ্রীষ্টকে প্রচার করতে শুরু করলেন। ওখানে বহু ভাষাভাষী লোক ছিল। সকলেই নিজ নিজ ভাষায় শিষ্যদের কথা শুনতে পেয়ে খুবই অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ ভাবল, তাঁরা মাতাল হয়েছেন।

**মনে রাখুন**

পবিত্র আত্মার শক্তিতে শিষ্যদের মন থেকে সব ভয় দূর হয়ে গেল। তাঁরা সাহস করে যীশুর বিষয় প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।

**শব্দার্থ ও শব্দটীকা**

**অগ্নি-জিহ্বা :** আগুনের জিহ্বা বা জিভ। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা অগ্নি-জিহ্বার আকারে শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিলেন।

**স্তম্ভিত:** থেমে যাওয়া বা অবাক হওয়া।

**বিস্মিত:** অবাক, আশ্চর্য হওয়া।

**বিমূঢ়:** হতবাক হওয়া, দিশেহারা হওয়া।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতশিষ্যেরা কোথায় ছিলেন?

ক) নাজারেথ শহরের এক বাড়ীতে
খ) জেরুজালেমের একটি বাড়ীতে
গ) বেথলেহেম শহরের গোশালায়
ঘ) জৈতুন পর্বতের ঠিক পাদদেশে

২। প্রেরিতশিষ্যদের বাড়ীটি কিসে ভরে গিয়েছিল?
ক) বহু লোকের কোলাহলে
খ) অনেক লোকের আগমনে
গ) প্রচন্ড বাতাসের শব্দে
ঘ) ঘন ঘন আনন্দ ধ্বনিতে

৩। পবিত্র আত্মা কিসের আকারে নেমে এসেছিলেন?
ক) অগ্নিজিহ্বার আকারে
খ) স্বর্গদূতদের আকারে
গ) বাতাসের ন্যায়
ঘ) কপোতের আকারে

৪। পবিত্র আত্মাকে লাভ করার ফল কী ছিল?
ক) শিষ্যগণ উল্লাস করতে থাকেন
খ) তাঁরা নির্বাক হয়ে পড়লেন
গ) তাঁরা নানা গল্প বলতে থাকেন
ঘ) শিষ্যগণ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন

# পাঠ–২ : পিতরের বক্তৃতা
## (প্রেরিত ২:১৫-৩৬)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠশেষে আপনি

- সাধু পিতরের প্রদত্ত বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যীশুকে কে হত্যা করল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রবক্তাদের বাণী দিয়েই যে যীশুর পুনরুত্থান প্রমাণিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

### ১০.২.১ পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ পিতরের বাণীপ্রচার

পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর পিতর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন: "তোমরা এদের সম্বন্ধে যা ভাবছ, তা কিন্তু সত্যি নয়। এরা মোটেই মাতাল নয়। এখন তো সবে মাত্র সকাল ন'টা। আসলে সেই ঘটনাই আজ ঘটল, যার কথা প্রবক্তা যোয়েল আগেই জানিয়েছিলেন।"

**১০.২.২**

তিনি বলেছিলেন: "স্বয়ং ঈশ্বর এই কথা বলছেন;
সেই শেষের দিনগুলিতে এমনই তো ঘটবে;
সেদিন আমি সকল মানুষের ওপর আমার আত্মিক শক্তি বর্ষণ করব।
তোমাদের পুত্র-কন্যা সকলেই তখন প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করবে।
তোমাদের তরুণেরা নানা অলৌকিক দর্শন দেখবে সেদিন;
তোমাদের বৃদ্ধেরা নানা স্বপ্ন দেখবে সেদিন।
হ্যাঁ, সেই দিনগুলিতে আমার যত সেবকের ওপর, যত সেবিকার ওপর
আমার আত্মিক শক্তি বর্ষণ করব আমি।
তারা তখন নানা প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করবে।
ওই ঊর্ধ্বলোকে, আকাশের বুকে নানা অতি-প্রাকৃত লক্ষণ ফুটিয়ে তুলব আমি;
নিম্নলোকে, পৃথিবীর বুকে দেখাব নানা ঐশ নিদর্শন।
রক্ত, আগুন, ঘন ধোঁয়ার মেঘ, এই সব দেখাব আমি।
সূর্য সেদিন পরিণত হবে অন্ধকারে;
রক্তে পরিণত হবে আকাশের চাঁদ।
এসব কিছু ঘটবে প্রভুর সেই দিনটি – মহান উজ্জ্বল সেই দিনটি – আসার আগেই।
আর এমনই ঘটবে সেদিন;
প্রভুর নাম স্মরণ করবে যারা, তারা সকলেই পাবে পরিত্রাণ।"

**১০.২.৩**

"শোন, ইস্রায়েলের মানুষেরা, আমি যা বলছি, শুনে রাখ; নাজারেথের যীশু এমন একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর পরিচয় পরমেশ্বর তোমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন নানা অলৌকিক কর্মকীর্তি, অপার্থিব ঘটনা আর ঐশ নিদর্শনের প্রমাণ দিয়ে;

তিনি তো যীশুর মধ্য দিয়ে তোমাদের সামনেই এই সব কিছু করে গেছেন, তা তোমরা নিজেরাই জান। পরমেশ্বরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে যখন যীশুকে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো, তখন তোমরা কি না তাঁকে একদল ধর্মহীন মানুষের হাত দিয়ে ক্রুশ বিদ্ধ করালে, তাঁকে মেরেই ফেললে। পরমেশ্বর কিন্তু তাঁকেই মৃত্যুর সেই প্রসববেদনার মতো দশা থেকে উদ্ধার ক'রে পুনরুত্থিত করেছেন; কারণ তিনি যে মৃত্যুর বশীভূত হয়ে থাকবেন, তা কিছুতে সম্ভব ছিল না। দাউদ তো তাঁরই সম্বন্ধে বলে গেছেন:

'আমি অনুক্ষণ দেখতাম, প্রভু আমার সামনেই আছেন;
আমার ডান পাশেই তিনি, যাতে আমি টলে না যাই।
তাই মন আমার পুলকিত, কণ্ঠ আমার উল্লসিত;
তাই আমার দেহও সর্বদাই বিশ্রাম পাবে আশার আশ্রয়ে;
আমি তো জানি, আমাকে তুমি অধোলোকে ফেলে যাবে না কখানো,
তোমার পুণ্যজনকে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে দেবে না তুমি!
আমাকে দেখিয়েছ তুমি জীবনের পথ,
আনন্দে ভরিয়ে তুলবে আমায় তোমারই সান্নিধ্যে!'

**১০.২.৪**

শোন, ভাইয়েরা, আমি তোমাদের মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি, সেই কুলপতি দাউদের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁকে সমাধিও দেওয়া হয়েছিল। আর তাঁর সেই সমাধিমন্দির আজও এখানেই রয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রবক্তা; তিনি জানতেন, পরমেশ্বর তাঁর কাছে শপথ করেই বলেছেন যে, তাঁর বংশেরই একজনকে তিনি তাঁর সিংহাসনে বসাবেন। তাই খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আগে থেকেই প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি তাঁর সেই পুনরুত্থানেরই সম্বন্ধে বলেছিলেন: তাঁকে অধোলোকের কবলে ফেলে রাখা হয়নি এবং তার দেহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। হ্যাঁ, এই যীশুকেই পরমেশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আমরা সকলেই তার সাক্ষী। পরমেশ্বরের আপন শক্তিতে ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হয়ে তিনি পরম পিতার কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছেন; সেই পবিত্র আত্মার প্লাবনই তিনি এখন নামিয়ে এনেছেন, আর সে-ই তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, শুনতেও পাচ্ছ। দাউদ নিজে কখনও স্বর্গে উঠেন নি। অথচ দাউদ বলেছেন: "প্রভু আমার প্রভুকে বললেন: এসো, আমার ডান পাশেই বসো তুমি, তোমার শত্রুদের যতক্ষণ না করি তোমারই পাদপীঠ।"

**১০.২.৫**

তাই বলছি: সমগ্র ইস্রায়েল বংশ এই কথা সুনিশ্চিত বলে জানুক যে, তোমরা এই যে-যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিলে, পরমেশ্বর তাঁকেই ক'রে তুলেছেন প্রভু, তাঁকেই ক'রে তুলেছেন খ্রিষ্ট।

**সার-সংক্ষেপ**

সাধু পিতর সমবেত জনতাকে তাদের অভিযোগের উত্তরে বললেন: ওসব মাতালের কথা নয়। প্রবক্তা যোয়েল সে সম্বন্ধে বলে গেছেন: স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন – আমার আত্মিক শক্তি বর্ষণ করবো আমি। আর তারা তখন নানা প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করবে। পিতর বলেন – যীশু এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর পরিচয় আমরা পাই তাঁর নানা অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে। অথচ মানুষ তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করল। পরমেশ্বর কিন্তু তাঁকে উদ্ধার ক'রে পুনরুত্থিত করেছেন। মৃত্যুর বশীভূত হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজা দাউদও যীশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধে বলে গেছেন এবং প্রেরিতশিষ্যেরা তাঁর পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

**মনে রাখুন**

যীশুর সম্বন্ধে প্রবক্তাগণ ভাববাণী করেছিলেন। যীশু তাঁর নিজের জীবন ও কাজ দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, তিনি খ্রিষ্ট, তিনি মানবজাতির ত্রাণকর্তা। পিতা তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন।

**শব্দার্থ ও শব্দটীকা**

**প্রাবক্তিক :** প্রবক্তার মতো, প্রবক্তার মুখনিঃসৃত বাণী।
**অতি-প্রাকৃত :** প্রকৃতির উর্ধ্বে, অসাধারণ।
**নিদর্শন :** চিহ্ন।
**প্লাবন :** বন্যা, ঢল।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.২**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। প্রবক্তাদের বাণীতে পবিত্র আত্মার আগমন সম্বন্ধে কী বলা হয়েছিল?
ক) আত্মিক শক্তি বর্ষিত হবে
খ) জগতে আগুন বর্ষণ করা হবে
গ) পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে
ঘ) পৃথিবীতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হবে

২। যীশু কিভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন?
ক) তাঁর নিজের কথা ও আচরণ দ্বারা
খ) নানা অলৌকিক কর্ম-কান্ডের মধ্য দিয়ে
গ) তাঁর দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে
ঘ) তাঁর প্রার্থনা জীবনের মধ্য দিয়ে

৩। মানুষ যীশুকে নিয়ে কী করল?
ক) তাঁকে রাজা করতে চাইল
খ) তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করল
গ) তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে হত্যা করল
ঘ) তাঁকে সমাদর ক'রে গ্রহণ করল

৪। পরমেশ্বর যীশুর জন্যে কী করলেন?
ক) তাঁকে স্বর্গের অধিকারী করলেন
খ) যীশুর জন্যে সুপারিশ করলেন
গ) যীশুকে জগতে নির্বাসিত করলেন
ঘ) মৃত্যু থেকে উদ্ধার ক'রে পুনরুত্থিত করলেন

## পাঠ–৩ : প্রৈরিতিক মন্ডলীর বৈশিষ্ট্য ও প্রসার
## (প্রেরিত ২:৩৭-৪৭)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠশেষে আপনি

- প্রৈরিতিক মন্ডলী কিভাবে প্রসার লাভ করেছে, তা বলতে পারবেন।
- প্রৈরিতিক মন্ডলীর জীবনপ্রণালী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

### ১০.৩.১ পিতরের উপদেশ শুনে অনেকের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ

পিতরের বক্তৃতা শুনে সেখানে উপস্থিত লোকেরা তখন মর্মাহত হলো। পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতকে তারা জিজ্ঞেস করল: "ভাইয়েরা, আমাদের তাহলে এখন কী করা উচিত?" পিতর উত্তর দিলেন: "তোমরা এখন মন ফেরাও এবং পাপের ক্ষমা পাবার জন্যে তোমরা প্রত্যেকেই যীশু খ্রীষ্টের নামে দীক্ষাস্নাত হও। তাহলেই তোমরা পাবে সেই ঐশদান, স্বয়ং সেই পবিত্র আত্মাকে। কারণ সেই দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তোমাদের উদ্দেশ্যে, তোমাদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে এবং দূরে যারা আছে, তাদের সকলেরই উদ্দেশ্যে – আমাদের ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যাদেরই আহ্বান করবেন, তাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্যে। আরও অনেক কিছু ব'লে তিনি তাদের কাছে জোর দিয়ে আবেদন জানাতে লাগলেন, তাদের উৎসাহিতও করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "এই কুটিল যুগের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা কর।" যারা তাঁর বাণী শুনে সাড়া দিল, তাদের দীক্ষাস্নাত করা হলো। সেই দিন তিন হাজারের মতো লোক শিষ্যদের দলে যুক্ত হলো।

### ১০.৩.২ আদি মন্ডলীর সংঘবদ্ধ জীবন

প্রেরিতদূতেরা যা-কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গেই শুনতো; তারা মিলেমিশেই জীবন যাপন করত এবং নিয়মিতভাবে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা সভায় যোগ দিত। সেখানকার প্রতিটি মানুষের মনে যেন একটা ভয়–বিস্ময় জেগে উঠতে লাগল, কেননা প্রেরিতদূতেরা সেই সময় বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন, বহু ঐশ-নিদর্শন দেখাচ্ছিলেন।

### ১০.৩.৩

খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সব কিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি ক'রে যা পেত,তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ ক'রে দিত। দিনের পর দিন তারা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিতভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে রুটি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠানও করত; তারা আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত তারা; সকলেই তাদের ভালোবাসত। প্রভু পরিত্রাণের পথে যাদের নিয়ে আসছিলেন তাঁরই প্রেরণায় তেমন সব মানুষ দিনের পর দিন এসে শিষ্যদলে যোগ দিচ্ছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

পিতরের উপদেশ শুনে সবাই মর্মাহত ও চিন্তিত হলো। তাদের কী করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে পিতর তাদের বললেন, তারা যেন অনুতাপ ক'রে মনপরিবর্তন করে, পাপের ক্ষমা চায় এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে দীক্ষাস্নাত হয়, আর পবিত্র আত্মাকে লাভ করে। পবিত্র আত্মার দান সবার জন্যে। বহুলোক সেদিন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হলো। সেই আদি মন্ডলীর বৈশিষ্ট্য ছিল: তারা সবাই একত্রে মিলেমিশে বসবাস, খাওয়া-দাওয়া ও প্রার্থনা করতো। খ্রিষ্ট-বিশ্বাসীরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং তাদের সব কিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি। তারা একপ্রাণ হয়ে মন্দিরে যেতো এবং নিয়মিতভাবে রুটি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনাসভায় যোগ দিত। রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠান আসলে আমাদের খ্রীষ্টযাগ।

**মনে রাখুন**

প্রেরিতশিষ্যদের উপদেশ শুনে বহুলোক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করল। তারা একত্রে বসবাস করত, প্রার্থনা ও রুটি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিত এবং পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের সম্পদ ভাগ ক'রে নিত।

### শব্দার্থ ও শব্দটীকা

**মর্মাহত :** অতিশয় দুঃখিত।

**প্রতিশ্রুতি :** প্রতিজ্ঞা, কথা দেওয়া।

**দীক্ষাস্নাত :** স্নান করিয়ে দীক্ষিত করা, বাপ্তিস্ম দেওয়া।

**রুটি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠান :** রুটি-ভাঙ্গা বা রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠান, যা খ্রীষ্টযাগের সময় করা হয় – প্রভুর শেষভোজ স্মরণানুষ্ঠান।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৩

### সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রৈরিতিক মন্ডলী কিভাবে প্রসার লাভ করেছে?
   ক) প্রেরিতদূতদের সঙ্গে বসবাস ক'রে  খ) পরস্পরের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে
   গ) প্রেরিতদূতদের উৎসাহবাণী ও উপদেশ শুনে  ঘ) প্রেরিতদূতদের আশ্চর্য কাজ দেখে

২। আদিমন্ডলীর জীবন প্রণালী কেমন ছিল?
   ক) তাদের জীবন প্রণালী ছিল সাধারণ  খ) তারা একত্রে বসবাস, খাওয়া-দাওয়া ও প্রার্থনা করত
   গ) তারা সন্ন্যাসীদের মতো নির্জনে জীবন যাপন করত  ঘ) তারা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করত

৩। আদিমন্ডলীর বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
   ক) তারা দলাদলি ও গোলমাল করত  খ) তারা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করত
   গ) তাদের সব কিছুই ছিল সবার সম্পত্তি  ঘ) তারা খুব ধার্মিক ও দয়ালু ছিল

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবরোহণের (অবতরণের) কাহিনীটি নিজের ভাষায় লিখুন। (১০.১.১ থেকে ১০.১.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

২। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের জীবনে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল? (১০.১.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৩। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা সংক্ষেপে লিখুন। (২য় পাঠের [১০.২] সার-সংক্ষেপ দেখুন)

৪। পবিত্র আত্মার কাজ সম্বন্ধে প্রবক্তা যোয়েল যা বলেছিলেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (১০.২.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৫। আদি মন্ডলীতে খ্রিষ্টানদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। (১০.৩.২ এবং ১০.৩.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৬। কারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় (ছেঁড়ায়) ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকত? তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা করুন। (১০.৩.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

## উত্তরমালা

**পাঠোত্তর মুল্যায়ন ১০.১**

১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। ঘ

**পাঠোত্তর মুল্যায়ন ১০.২**

১। ক, ২। খ, ৩। গ, ৪। ঘ

**পাঠোত্তর মুল্যায়ন ১০.৩**

১। গ, ২। খ, ৩। গ